পঞ্চম অধ্যায়

সূচীপত্র

কর্মসন্ন্যাস-যোগ ৯৭

কর্মসন্ন্যাস হতে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ ৯৮

অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয়, ভগবদ্ভাবনাময় কর্মযোগীর লক্ষণ ৯৯

ভগবান হচ্ছেন পরম ভোক্তা, পরম ঈশ্বর, সর্বজীবের পরম সুহৃদ্ ১০৫

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মসন্ন্যাস-যোগ

সংক্ষিপ্তসার

কর্মত্যাগ ও কর্মযোগের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, উভয়ই মুক্তিপ্রদ হলেও কর্মসন্ন্যাসের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। ফলাকাঙ্ক্ষা-মুক্ত হয়ে যিনি কর্ম করেন, তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী। ভগবদ্ভাবনাহীন কেবল কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দুঃখদায়ক।

অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে ভক্ত ক্রমশ নিষ্কলুষ হন, তিনি কর্মের পাপ-পুণ্যাদি ফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এইভাবে তিনি সমস্ত কর্ম করলেও নির্লিপ্ত থাকেন। তাঁর কর্মবন্ধন হয় না।

বদ্ধ জীব মোহাচ্ছন্ন, কিন্তু ভগবানের কাছে ঐকান্তিক শরণাগতির ফলে যখন তাঁর মধ্যে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়, তখন তাঁর কাছে সব কিছু প্রকাশিত হয়। তিনি সকল জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে ভগবানকে দর্শন করেন, ফলে তিনি সকল জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। তিনি ভগবৎ-সেবার অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে থাকেন, ফলে জড় সুখ আর তাঁকে প্রলুব্ধ করে না।

এইভাবে যিনি দেহত্যাগের পূর্বে ইন্দ্রিয়বেগ জয় করে আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করেন, তিনি নিষ্কলুষ হয়ে ব্রহ্মনির্বাণ বা ভগবৎ-ধাম প্রাপ্ত হন।

● কর্মসন্ন্যাস হতে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ

শ্লোক ১-৩

অর্জুন কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ শ্রবণ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কর্মত্যাগ (কর্মসন্ন্যাস) এবং কর্তব্যকর্ম সম্পাদন — উভয়েরই প্রশংসা করছ। এই দুয়ের মধ্যে কোন্ পন্থা শ্রেয়, তা আমাকে নিশ্চিত করে বল।"

উত্তরে ভগবান বললেন— কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ উভয় পথই মুক্তি প্রদায়ক, কিন্তু কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাস হতে শ্রেষ্ঠ। যিনি কর্মের ফল ভগবানে অর্পণ করার মাধ্যমে সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষা ও দ্বেষরূপ দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত হয়েছেন, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। তিনি পরম সুখে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হন।

বিশ্লেষণ

জড় জগতে প্রতিটি বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টায় কর্ম করছে। কিন্তু দেহটি আমাদের প্রকৃত স্বরূপ নয়। তাই জড় দেহের তৃপ্তির চেষ্টায় কখনও আত্মিক শান্তি ও আনন্দ লাভ করা যায় না। বরং ভোগবাসনার জন্য কর্মবন্ধনে জড়িয়ে পড়ে, ক্রমাগত এক দেহ থেকে আর এক দেহে ভ্রমণ করে অশেষ ক্লেশভোগ করতে হয়।

কিন্তু তাই বলে কর্মত্যাগ বা কর্মসন্ন্যাসও যথার্থ পন্থা নয়। অলস, নিষ্কর্মা হয়ে গেলে সমস্যার কোন সমাধান হবে না। আমাদের জানতে হবে যে, সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি—*ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্*। কিছুই 'আমার' নয়। কোন কিছুর উপরই আমরা মালিকানা বিস্তার করতে পারি না। তা হলে সব কিছুই যখন ভগবানের, তখন আমাদের ত্যাগের প্রশ্ন কোথায়? প্রয়োজন হচ্ছে সমস্ত কিছু ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করা, ভগবানের অভিলাষ পূরণ করা। শুষ্ক জ্ঞানচর্চার থেকে এই কর্মযোগ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, কারণ তা আমাদের আত্মার নিত্যবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাই বলে ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য বৈষয়িক কর্মকে এখানে উৎসাহিত করা হয়নি। কর্মকে কেবল ভগবানের প্রীতি বিধানের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করতে হয়—আর কর্ম তখন কর্মযোগে পরিণত হয়। তা কর্মবন্ধন হতে মুক্ত করে।

অর্জুন যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক নন, কিন্তু তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক। তাই ভগবানের যা অভিপ্রায় সেই অনুসারেই তাঁর কাজ করা কর্তব্য। এটিই হচ্ছে

কর্মযোগ। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের কৃত্রিম বৈরাগ্যের থেকে এই ভক্তিসেবামূলক কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ—ভগবান স্বয়ং তা ঘোষণা করেছেন।

শ্লোক ৪-৬

হে অর্জুন! পরম স্তরে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ উভয়ই অভিন্ন, উভয়ের অন্তিম ফল এক—জড় বন্ধন হতে মুক্তি; কেবল মুর্খরাই ভেদ দর্শন করে। কিন্তু ভক্তিযোগ-বিহীন কেবল কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দুঃখদায়ক। পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভাবনাময় কর্মযোগে অচিরেই পরম গতি লাভ করা যায়।

বিশ্লেষণ

সাংখ্য-দর্শন জড় ও চিন্ময়ের পার্থক্য অনুধাবন করে নিত্য চিন্ময় আত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করার বিজ্ঞান। এই দর্শনের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জীবসত্তা এই জড় জগতের কোন পদার্থ নয়, তা চিন্ময় পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তখন উপলব্ধি হয় যে, এই জগতের জড় পরিবেশের সঙ্গে চিন্ময় আত্মার কোন সম্বন্ধই নেই। এইভাবে জড় বিষয়ের প্রতি নিরাসক্তি আসে। ভক্তিযোগ শুরু হয় এই উপলব্ধির ভিত্তিতে। ভক্ত জড় বিষয়ে নিরাসক্ত হয়ে পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হন এবং কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্যকর্ম করেন। এইভাবে দুটি মার্গই অভিন্ন, যদিও প্রথমটিকে বৈরাগ্যযুক্ত ও দ্বিতীয়টিকে আসক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে জড় বিষয়ে অনাসক্তি ও কৃষ্ণাসক্তি একই তত্ত্ব; তাই চরমে সাংখ্যযোগ ও ভগবদ্ভাবনাময় কর্মযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ই জড় বন্ধন হতে মুক্ত করে। কিন্তু তবুও ভগবদ্ভক্তিহীন শুষ্ক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে জড় অনাসক্তি অর্জন কষ্টসাধ্য ও আনন্দহীন। কিন্তু ভগবৎ-সেবাময় কর্মযোগ শুরু থেকেই সুখকর ও দিব্য আনন্দদায়ক।

● অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয়, ভগবদ্ভাবনাময় কর্মযোগীর লক্ষণ

শ্লোক ৭-১২

এইভাবে যিনি অনাসক্ত হয়ে কর্তব্যকর্ম সাধনের মাধ্যমে ভগবানে যোগযুক্ত হন, তিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধি, বিশুদ্ধ চিত্ত এবং জিতেন্দ্রিয় হন। তিনি সকল জীবের

প্রিয় হয়ে সর্বকর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকেন। বুঝতে হবে যে, তাঁর চেতনা জড় কলুষমুক্ত হয়ে নির্মল হয়েছে। দর্শন, শ্রবণ, গমন, ভোজনাদি সমস্ত কর্ম করেও তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনি কিছু করছেন না—জড় ইন্দ্রিয়গুলিই জড় বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে। পাপ তাঁকে আর কখনও স্পর্শ করে না, ঠিক যেমন জল পদ্মপাতাকে স্পর্শ করে না।

এইভাবে যথার্থ কর্মযোগী দেহ, মন, বুদ্ধি দিয়ে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করেন, আর এর ফলে জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর চেতনা শুদ্ধ হয়। তিনি নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে ফলভোগ করার কামনায় কর্ম করে, সে সকাম কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

বিশ্লেষণ

যিনি অনন্য চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবাকর্মে রত, তিনি সকলেরই প্রিয় হন, সকল জীবও তাঁর প্রিয় হন। কারণ তিনি সকল জীবকেই শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করেন। তিনি সমস্ত জীবকে কৃষ্ণরূপ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখারূপে দর্শন করেন। কৃষ্ণসেবা করার ফলে প্রকৃতপক্ষে তিনি বৃক্ষটির গোড়ায় জল সিঞ্চন করেন, তাই শাখা-প্রশাখারূপে সমস্ত জীবই তৃপ্ত হয়। উদরকে খাদ্য দিলে যেমন দেহের সমস্ত অংশ পুষ্ট হয়, তেমনই ভগবানের সেবা করলে সমস্ত জীব পরিতৃপ্ত হয়। তাঁর মন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আসক্ত, তাই তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ ভগবৎ-সেবায় রত ও আসক্ত। তিনি কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে চান, কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করেন, আর কেবল কৃষ্ণমন্দিরে যেতে চান।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভগবদ্ভক্ত যদি সকল জীবকে ভালবাসেন, তা হলে যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জুন কুরুক্ষেত্রে অন্যদেরকে আঘাত করেছিলেন কি করে? আসলে তিনি কেবল ভগবানের নির্দেশ পালন করেছিলেন, যাঁর ইচ্ছায় যুদ্ধের পূর্বেই তারা নিহত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাদের দেহরূপ পোশাকগুলি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল, তবে তারা কেউই মরেনি — আত্মা অবিনশ্বর। ভগবানের অভিলাষ অনুসারে কর্ম করার ফলে ভক্তের কোন পাপ হয় না, কোন কর্মবন্ধন সৃষ্টি হয় না।

জীবের দুটি অবস্থা রয়েছে (১) মোহাচ্ছন্ন অবস্থা— যখন সে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য জড় কর্মে লিপ্ত হয়, এবং (২) ভগবৎ-চেতনাময় শুদ্ধ অবস্থা— যখন ইন্দ্রিয়গুলিকে তিনি ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন। ভগবদ্ভক্ত দেহকে 'আমি' ভাবার মিথ্যা অহঙ্কার থেকে মুক্ত। তিনি নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস জেনে কৃষ্ণভাবনায়

তন্ময় হন। কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম অপ্রাকৃত, তার ফলে কৃষ্ণভক্ত সমস্ত পাপ, দুঃখকষ্ট ও জড়-কলুষ থেকে মুক্ত হন, তাই তিনি শান্ত। যারা তুচ্ছ দেহকে তুষ্ট করার জন্য সর্বক্ষণ লাভ-ক্ষতির হিসেব কষে, তারা উৎকণ্ঠিত এবং দুঃখে জর্জরিত থাকে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সর্বাবস্থায় পরম শান্ত ; কারণ তিনি জানেন যে, বিশ্বচরাচরে যা কিছু আছে তা পরম মঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধহীন কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এই উপলব্ধির ফলে তিনি নিরুদ্বিগ্ন, ভয়হীন ও শান্ত।

শ্লোক ১৩-১৭

হে অর্জুন! যিনি ভগবানকে ফল অর্পণ করে কর্ম করেন, তিনি বাহ্যিকভাবে সব কাজ করেন, কিন্তু মনের দ্বারা তিনি কর্মত্যাগ করে নির্লিপ্ত থাকেন। তিনি দেহরূপ নয়টি দ্বারবিশিষ্ট নগরীর মধ্যে সুখে বাস করতে থাকেন। দেহ-নগরীর প্রভু সেই জীব নিজে কিছু করেন না, কাউকে দিয়ে কিছু করান না। তিনি কর্ম বা কর্মফল—কিছুই সৃষ্টি করেন না। তিনি জানেন যে, এই সবই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে পাপ ও পুণ্য কর্ম করতে থাকে, কিন্তু ভগবান সে-সব কিছুই গ্রহণ করেন না। মোহ ও অজ্ঞানতায় আবৃত জীবের প্রকৃত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু ভগবৎ-শরণাগতির ফলে যখন তাঁর হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন তিনি সব কিছু উপলব্ধি করতে পারেন, ঠিক যেমন সূর্য উদিত হলে সব কিছু দৃষ্টিগোচর হয়। তাই যাঁর বুদ্ধি ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়েছে, মন ভগবানে একনিষ্ঠ হয়েছে, যিনি ভগবানের প্রতি একান্তভাবে শরণাগত হয়েছেন, দিব্য জ্ঞানের দ্বারা তাঁর সমস্ত কলুষ বিধৌত হয়েছে। তিনি জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হয়েছেন।

বিশ্লেষণ

জীব ভগবানেরই পরা-প্রকৃতিজাত চিন্ময় অণুস্বরূপ। জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসায় সে দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়। কর্মানুসারে সে বিভিন্ন দেহ লাভ করতে থাকে। এইভাবে সে বদ্ধ হয়, অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়। জড় দেহকে ক্রিয়াশীল রাখার জন্য এবং ইন্দ্রিয়ের ভোগবাসনা পূরণের জন্য চলতে থাকে অবিরাম জীবন-সংগ্রাম—লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরে এইভাবে বদ্ধ জীব ভবসমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গের আবর্তে অন্তহীন কাল ধরে ভেসে চলেছে এবং অপরিসীম দুঃখ-ক্লেশ

ভোগ করছে। কিন্তু সে যখন মানবজন্ম লাভ করে কৃষ্ণভাবনামৃত-রূপ তরণীর আশ্রয় করে, তখন সে এই ভবসমুদ্র পাড়ি দিতে পারে। জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়, শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত সদ্‌গুরুর মাধ্যমে অনন্য চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন ভগবানের কৃপায় তার হৃদয়ে সূর্যের মতো উজ্জ্বল দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

তখন তার সমস্ত মোহ ও অজ্ঞানতা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়, ঠিক যেমন সূর্যোদয়ে গভীর আঁধারের অবসান ঘটে এবং সব কিছু প্রকাশিত হয়। তখন জীব উপলব্ধি করে যে, সে জড় দেহ নয়— চিন্ময় আত্মা, যা ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ।

যখন পূর্ণজ্ঞান উদিত হয়, তখন জীব উপলব্ধি করেন যে, জড় দেহের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত কর্ম আসলে জড়া প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা সাধিত হয়, চিন্ময় আত্মা এই সবের অতীত। জড় দেহকে একটি নগরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যার নয়টি দ্বার রয়েছে—দুটি চোখ, দুটি নাসারন্ধ্র, দুটি কান, মুখ, উপস্থ এবং পায়ু। যে জীব কৃষ্ণবিমুখ হয়, সে জড় বাসনায় আবিষ্ট হয়ে জড় দেহে বদ্ধ হয়। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনা লাভ করেছেন, তিনি ক্ষণস্থায়ী জড় দেহের সঙ্গে সচ্চিদানন্দময় আত্মার পার্থক্য বুঝতে পারেন। তিনি পরিপূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তাঁর মন-বুদ্ধি নিমগ্ন করেন এবং এইভাবে দেহাত্মবুদ্ধি-রহিত ও মোহমুক্ত হন। তিনি চিরকালের জন্য জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় দেহে নিত্যধাম লাভ করেন।

শ্লোক ১৮-২২

দিব্যজ্ঞানী পুরুষ সমদর্শী, আত্মানন্দী ও সংযত। যিনি এই চিন্ময় জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর, চণ্ডাল— সকলের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হন। এই রকম জ্ঞানীর মন-বুদ্ধি চিন্ময় স্তরে অর্থাৎ ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত। তিনি ইহলোকেই সংসার জয় করেছেন। তিনি ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা ও মোহশূন্য, তাই তিনি প্রিয় বস্তু লাভ করলে উৎফুল্ল হন না, অপ্রিয় বস্তুলাভেও বিচলিত হন না। এই রকম স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি নিয়ত ব্রহ্মে স্থিত থাকেন, তিনি ভগবানে যুক্ত থেকে অক্ষয় চিন্ময় সুখ ও আনন্দ আস্বাদন করেন। তাই জড়-ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নেই। ইন্দ্রিয়লব্ধ জড় সুখ ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখময়। তাই হে কৌন্তেয়! বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগে আসক্ত হন না।

বিশ্লেষণ

প্রত্যেক জীব স্বরূপতঃ চিন্ময় আত্মা — ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অণু অংশ। প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে বিরাজমান। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই চিন্ময়, ফলে গুণগতভাবে এক। ঠিক যেমন সোনার আংটি সোনার খনির সঙ্গে গুণগতভাবে এক। কিন্তু জীব ক্ষুদ্র, অণু ; আর ভগবান অনন্ত, বিভু। তাই পরিমাণগতভাবে জীব ভগবান হতে ভিন্ন।

জড় দেহ একটি পোশাকের মতো জড় পদার্থ দিয়ে তৈরি। সদা পরিবর্তনশীল এই পোশাকটি নিত্য ও চিন্ময় আত্মাকে আবৃত করে রেখেছে। আমরা যেমন কালো কোট, সাদা জামা পরে থাকতে পারি, কিন্তু আমরা নিজেরা সাদা বা কালো নই — এগুলি পোশাক। দেহও তেমনই পোশাক। আমরা মোহাচ্ছন্ন, তাই নশ্বর দেহটাকেই নিজের স্বরূপ বা আত্মা বলে ভাবি। জীবাত্মা এই জড় জগতে তার চেতনা ও কর্ম অনুসারে ৮৪ লক্ষ প্রজাতির জীব-শরীরের বিভিন্ন শরীর লাভ করে থাকে। কিন্তু স্বরূপতঃ সকলেই চিন্ময় আত্মা। তাই যিনি আত্ম-উপলব্ধি করেছেন, তিনি দেহের ভিত্তিতে জীবসমূহের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না। তিনি জানেন যে, একটি হস্তীদেহ, মানবদেহ, কুকুরদেহ, বৃক্ষদেহ, আমেরিকান বা রাশিয়ান মানুষ — সকলেরই মধ্যে রয়েছে চিন্ময় কণিকা-জীবাত্মা। আর প্রত্যেক জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে বিরাজিত রয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এইভাবে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সকল জীবের প্রতি যথার্থ সমদৃষ্টি এবং ভালবাসা লাভ করেন। যিনি আত্ম-উপলব্ধি অর্জন করেন, তিনি সম্পূর্ণ মানসিক স্থিরতা লাভ করেন। সুখে বা দুঃখে তাঁর মানসিক সাম্যে বিঘ্ন ঘটে না। ভগবান যেমন রাগ-দ্বেষশূন্য, নিষ্কলুষ, তেমনই তিনিও রাগ-দ্বেষশূন্য, নিষ্কলুষ ও জীবন্মুক্ত হন এবং দেহান্তে ভগবৎ-ধামে যাবার যোগ্যতা লাভ করেন।

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হয়। কিন্তু এই সুখ নিকৃষ্ট এবং অনিত্য। ইন্দ্রিয়গুলি দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়, তাই ইন্দ্রিয়লব্ধ সুখ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যিনি আত্মবিৎ, তিনি চিন্ময় সুখ আস্বাদন করেন; এই চিন্ময় আনন্দানুভূতি এতই পবিত্র ও মধুর যে, স্বভাবতই তিনি নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি বিরক্ত হন। এমনকি বদ্ধ জীবের সর্বোচ্চ জড় কামসুখ, যা জড় বিষয়ী লোকের সমস্ত কর্মের মূল প্রেরণা, তাও তাঁর কাছে বিকৃত ও জঘন্য বলে মনে হয়।

ইন্দ্রিয়সুখ দেহবন্ধন সৃষ্টি করে, তাই তা পরিণামে দুঃখদায়ক, জীবের ভবরোগের কারণ। তাই তুচ্ছ পচনশীল দেহ দিয়ে অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখের পিছনে ধাবিত হয়ে অমূল্য মানব-জীবন নষ্ট করা উচিত নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে— "হে সন্তানগণ! মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়ে জড় ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন নেই। বিষ্ঠাহারী শূকরেরাও এই সুখ আহরণ করে থাকে। এই জীবনে তোমাদের তপশ্চর্যার অনুশীলন করা উচিত, যার ফলে তোমরা শুদ্ধ হবে, পবিত্র হবে এবং তার ফলে অনন্ত ব্রহ্মানন্দ লাভ করবে।" (ভাঃ ৫/৫/২)

শ্লোক ২৩-২৮

শরীর ত্যাগের পূর্বে যিনি কাম ও ক্রোধের বেগ জয় করতে সক্ষম হন, তিনি প্রকৃত সুখী হন। বাহ্যিক চপল ইন্দ্রিয়বৃত্তি ত্যাগ করে যিনি আত্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হন, তিনিই প্রকৃত যোগী। তিনি চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হয়ে ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করেন। সমস্ত সংশয়শূন্য, সর্বজীবের কল্যাণে নিরত, কাম ও ক্রোধের বেগ থেকে মুক্ত, নির্মল-হৃদয় আত্মজ্ঞানী ঋষি, সন্ন্যাসীগণ ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

যে মুনি তাঁর মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে অষ্টাঙ্গ-যোগের মাধ্যমে অন্তর্মুখী করে পরিপূর্ণরূপে ভগবদ্ভাবনায় স্থির করেছেন এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি নিশ্চিতভাবেই জীবন্মুক্ত।

বিশ্লেষণ

ইন্দ্রিয়বেগ দমন না করলে আত্ম-উপলব্ধি অসম্ভব। ছয় রকমের বেগ রয়েছে— (১) বাক্যের বেগ বা অযথা কথা বলার প্রবণতা, (২) মনের বেগ (৩) ক্রোধবেগ, (৪) উদরবেগ, (৫) উপস্থবেগ বা কামলালসা এবং (৬) জিহ্বাবেগ বা ভোজন লালসা। এই বেগগুলি মনকে বহির্মুখ করে জড় বিষয়ে আবদ্ধ করে রাখে। যিনি এই বেগগুলিকে দমন করতে পারেন, তিনি গোস্বামী। পক্ষান্তরে যিনি এই বেগগুলির দাসত্ব করেন, তিনি গোদাস।

শুধু জোর করে ইন্দ্রিয়দমন করা যায় না। যখন আত্মিক আনন্দ বা চিৎসুখ লাভ হয়, তখন অনিত্য ইন্দ্রিয়-সুখানুভূতির প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না।

ভক্তিযোগ এতই সাবলীল ও আনন্দময় যে, তা অবলম্বন করলে প্রথম থেকেই ভক্ত দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে সক্ষম হন। ফলে সহজেই তিনি ইন্দ্রিয়বেগ সংযত করতে পারেন। পক্ষান্তরে অষ্টাঙ্গ-যোগের মাধ্যমে মনকে ইন্দ্রিয়সুখ-চিন্তা থেকে প্রত্যাহার করা খুব কঠিন; কারণ এই প্রচেষ্টা তেমন আনন্দপ্রদ নয়, আর উচ্চতর আনন্দের স্বাদ না পেলে মন নিম্নতর সুখ পরিত্যাগ করতে চায় না। সেই জন্য বহু মুনি-ঋষিও ইন্দ্রিয়সুখের আকর্ষণে যোগভ্রষ্ট হন। ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তখন ভক্ত নিজেকে কৃষ্ণদাস-রূপে জানতে পেরে সমস্ত মন ও ইন্দ্রিয়কে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োগ করেন। এইভাবে মন সম্পূর্ণ স্থির হয়, বুদ্ধি চিন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাকে বলা হয় ব্রহ্মভূত অবস্থা। এই অবস্থায় তিনি জীবন্মুক্ত, এবং দেহান্তে তিনি ভগবৎ-ধামে প্রত্যাগমন করেন।

আমাদের সকল দুঃখের মূল কারণ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিস্মৃত হওয়া। কৃষ্ণবিস্মৃতির ফলে আমরা এই জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছি। তাই যখন কোন কৃষ্ণভক্ত কোন জীবকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাকে কৃষ্ণভাবনাময় হতে উৎসাহিত করেন, তখন সেই জীবের চিরতরে দুঃখ নিবৃত্তি হয় এবং পরম কল্যাণ সাধিত হয়। তাই কৃষ্ণভক্ত জীবের প্রকৃত কল্যাণকারী। কোন সমাজসেবী কাউকে খাদ্য বস্ত্রাদি দানের মাধ্যমে তার ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়সুখের ব্যবস্থা করলেও, তা কখনই তার চিরস্থায়ী দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি করতে পারে না। তার সকল দুর্দশার প্রকৃত কারণ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া। তাই সমগ্র মানব-সমাজে যখন ভগবৎ-চেতনার বিকাশ হয়, তখন সকলেই রোগমুক্ত হয়ে শুদ্ধচেতনা লাভের সুযোগ পায়। এমন কি বহু জটিল জড়-জাগতিক সমস্যারও অবসান ঘটে। তাই মানব-সমাজে কৃষ্ণচেতনার পুনর্জাগরণ ঘটানোর মতো কল্যাণকর সমাজসেবা আর কিছুই নেই—তাতে প্রতিটি জীবের কল্যাণ সাধিত হয়।

● ভগবান হচ্ছেন পরম ভোক্তা, পরম ঈশ্বর, সর্বজীবের পরম সুহৃদ

শ্লোক ২৯

আমি সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, আমি সর্বলোকের পরম ঈশ্বর। আমি সকল জীবের পরম সুহৃৎ। আমাকে এইভাবে জেনে যোগীগণ জড়-জাগতিক দুঃখ-ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে পরম শান্তি লাভ করেন।

বিশ্লেষণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে যথার্থ শান্তি লাভের পন্থা বর্ণনা করছেন। বদ্ধ জীব সব সময় নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কর্ম করছে। এই জড় বাসনাময় কর্মের ফলে সে কেবল দুঃখ ও দুর্দশা ভোগ করছে। জীবের বাসনা অনন্ত। এই নশ্বর জড় দেহে জড় বিষয়ভোগের মাধ্যমে জীব কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে না। প্রতিটি বদ্ধ জীবই তাই চির-অতৃপ্ত ; এই জগতে কেউই সুখী নয়।

কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, বিশ্বচরাচরের সমস্ত বস্তু, সমস্ত জীব, সমস্ত শক্তির মালিক হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সমস্ত জগৎ বা লোকসমূহের প্রভু, ঈশ্বর। সব কিছু তাঁর সম্পত্তি, তাঁর ঐশ্বর্য। সমস্ত জীবকুল— এমন কি শিব-ব্রহ্মাদি দেবতারাও তাঁর অনুগত্য ভৃত্য। তিনিই সমস্ত কিছুর পরম ভোক্তা। বদ্ধ জীব একটি ধূলিকণাও তৈরি করতে পারে না, তাই সে বিষয়বস্তুর উপর কাল্পনিক মালিকানা স্থাপন করে। কিন্তু অচিরেই তঁর দেহ ধ্বংস হয়ে যায়।

ভগবানের সম্পত্তির উপর এই মিথ্যা মালিকানা-বোধের বশবর্তী হয়ে বদ্ধ জীব পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়, তখন বিশ্বে জ্বলে ওঠে অশান্তির দাবানল, সূত্রপাত হয় ভয়াবহ যুদ্ধ ও ধ্বংসের।

তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের জড় কামনাকে ভগবানের প্রীতিবিধানের কামনায় রূপান্তরিত করা। ভগবানকে পরম ভোক্তা জেনে, আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত যজ্ঞ-তপস্যা তাঁর সেবায় উৎসর্গ করা উচিত। আমরা বিশ্ববাসী সকল মানুষ, সকল জীব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তান; শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রত্যেকের পরম পিতা, পরম বন্ধু। তাই তাঁর সম্পত্তি নিয়ে মিথ্যা সংঘর্ষের সৃষ্টি না করে সমস্তই তাঁর সেবায় অর্পণ করা কর্তব্য। তা হলেই প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত বিশ্বশান্তি। এইভাবে কৃষ্ণচেতনার জাগরণ হলে ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ-জীবনে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় — অন্যভাবে তা কখনই সম্ভব নয়।

এই অধ্যায়ের মূল কথা হচ্ছে, কর্মযোগের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা যায়, আর তা কর্মত্যাগের থেকে শ্রেষ্ঠ। কর্মযোগের অর্থ হচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষ পরমেশ্বর এবং আমরা তাঁর নিত্যসেবক— এই কথা জেনে তাঁর সেবায় কর্তব্যকর্ম করা। এই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। এইভাবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানুষ পূর্ণশান্তি লাভ করতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'কর্মসন্ন্যাস-যোগ' নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

এই অধ্যায়ের নির্বাচিত দুটি শ্লোক ঃ

১

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

যথার্থ জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন। —শ্লোক ১৮

২

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে জেনে, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উপকারী সুহৃৎরূপে আমাকে জেনে যোগীগণ জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন। —শ্লোক ২৯

অনুশীলনী—৫

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) যিনি জীবিত অবস্থায় জড়-বন্ধন মুক্ত হয়েছেন, তাঁকে বলা হয় _____।
খ) যিনি ষড়বেগ দমন করেছেন, তাঁকে বলা হয় _____।
গ) যিনি _____ লাভ করেছেন, তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী।
ঘ) অংশের কাজ হচ্ছে _____ এর সেবা করা।
ঙ) _____ আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ।
চ) _____ প্রকৃত সমাজ সেবক।
ছ) _____ পুনর্জাগরণের ফলে মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে শান্তি ও সমৃদ্ধি।

২। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

ক) মোহাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবের মধ্যে সূর্যের মতো উজ্জ্বল দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়, যখন কেউ —

- [ ] সদ্‌গুরুর মাধ্যমে ঐকান্তিকভাবে ভগবানের শরণাগত হয়।
- [ ] দেশ-বিদেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ডিগ্রী অর্জন করে গবেষণা করে বিরাট বিজ্ঞানী হয় এবং নোবেল পুরস্কার লাভ করে।
- [ ] অনেক বই ও কবিতা লিখে খ্যাতনামা সাহিত্যিক হয়।

খ) তিনিই সকল জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হন এবং সকলকে ভালবাসতে পারেন যিনি —

- [ ] প্রথমে নিজের দেশকে ভালবাসতে শেখেন।
- [ ] বিশ্ব-মানবপ্রেমিক হতে চেষ্টা করেন।
- [ ] প্রতিটি জীবহৃদয়ে বিরাজমান জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দর্শন করেন, এবং প্রতিটি জীবকে ভগবানের সন্তানরূপে দেখেন।
- [ ] বহু ডিগ্রীধারী পণ্ডিত হন।

গ) তিনিই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের নিকৃষ্ট আনন্দের প্রতি অনাসক্ত হতে পারেন যিনি —

- [ ] প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ করতে করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন।
- [ ] বলপূর্বক তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে দমন করেন।
- [ ] একজন বড় নেতা হতে পারেন।
- [ ] ভগবদ্ভক্তিময় সেবাচর্চার মাধ্যমে অত্যন্ত উন্নত অপ্রাকৃত আনন্দরস হৃদয়ে আস্বাদন করতে শুরু করেন।

ঘ) একমাত্র সেই ব্যক্তি শান্তি লাভ করতে পারেন, যিনি —

- [ ] অগাধ ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করেছেন ও যশ-খ্যাতি লাভ করেছেন।
- [ ] ব্যায়ামের মাধ্যমে দেহকে খুব শক্তিশালী করেছেন।
- [ ] বিভিন্ন রহস্যময় সাধুবাবাদের কাছ থেকে অলৌকিক মন্ত্র-তন্ত্র বা আশীর্বাদ লাভ করেছেন।
- [ ] জেনেছেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকলের পরম হিতৈষী বন্ধু, সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সর্বভূতের পরম ঈশ্বর।

৩। সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করুন ঃ

- [ ] ক) ইন্দ্রিয়লব্ধ জড় সুখের ঊর্ধ্বে আর কোন সুখ নেই।
- [ ] খ) যিনি নিয়ত ব্রহ্মে স্থিত, তিনি জীবিত হলেও মুক্ত।
- [ ] গ) জড় বিষয়ে অনাসক্তি ও কৃষ্ণাসক্তি একই তত্ত্ব।
- [ ] ঘ) জড় দেহের দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়া জড়া প্রকৃতিজাত।
- [ ] ঙ) সকাম কর্মীকে কর্মযোগী বলা হয়।
- [ ] চ) মন-বুদ্ধির চিন্ময় অবস্থা লাভকে বলা হয় ব্রহ্মভূত অবস্থা।

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

ক) কিভাবে নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করা যায়?

খ) ব্রহ্মনির্বাণ কাকে বলে?

গ) কারা জীবন্মুক্ত?

ঘ) ছয়টি বেগ কি কি? কিভাবে তা জয় করা যায়?

ঙ) সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের মধ্যে পার্থক্য কি?

চ) জ্ঞানকে কিভাবে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

ছ) সকল জীবের পরম বন্ধু কে? তাঁকে জেনে কিভাবে শান্তি লাভ করা যায়?

জ) শ্রীমদ্ভাগবতের থেকে উদ্ধৃত শ্লোকটিতে বিষ্ঠাহারী শূকরের দৃষ্টান্ত কেন দেওয়া হয়েছে?

ঝ) উদরকে খাদ্য দেওয়ার দৃষ্টান্তটি কি?

৫। যথাযথ উত্তর দিন ঃ

ক) কিভাবে জড় বিষয়ে অনাসক্ত হওয়া যায়?

খ) জীবের দুটি অবস্থা কি কি? সেগুলি কেমন?

গ) দিব্যজ্ঞান উদিত হলে কি ফল হয়?

ঘ) অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির লক্ষণ কি?

ঙ) কিভাবে প্রকৃত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

চ) কৃষ্ণভক্ত কেন শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী?

ছ) দেহ-নগরীর পরিচয় দিন। কর্মযোগী কেন দেহ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সংঘটিত কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না?

জ) কিভাবে ইন্দ্রিয়বেগ সংযত করা যায়?

ঝ) কোন্ অবস্থায় মানুষ একজন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হাতি, কুকুরকে সমদৃষ্টিতে দেখতে পারেন?

ঞ) কৃষ্ণভাবনামৃতের সাহায্যে কিভাবে ভবসমুদ্র অতিক্রম করা যায়?

ট) জড়-জাগতিক কর্মে ব্যাপৃত থাকলেও কে মুক্ত পুরুষ?

ঠ) কিভাবে কর্ম করলে তা কর্মযোগে পরিণত হয়?

ড) বিশ্বে যুদ্ধ, সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি?

ঢ) প্রমাণ করুন যে কেবল ইন্দ্রিয়সুখের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে অবশেষে মৃত্যুবরণ করা জীবনের চরম অপচয়।

ণ) এই অধ্যায়ের দুটি শ্লোক মুখস্থ বলুন।